প্রত্যক্ষ ও প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

[গতকালের হরেক্তাকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ১৯৭৮-এর সারসংক্ষেপ প্রকাশিত হইয়াছে। আজ উহার পূর্ণ বিবরণ পত্রস্থ করা হইতেছে।]

গত মঙ্গলবার সরকারী তথ্য বিবরণীতে বলা হয় যে, প্রেসিডেন্ট পদের নির্বাচন পরিচালনার জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অডিন্যান্স ১৯৭৮ জারি করা হইয়াছে।

অডিন্যান্সটির বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল ঃ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অডিন্যান্স ১৯৭৮ সালের ১৫ নং অডিন্যান্স। ইহা প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটি অডিন্যান্স।

যেহেতু প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচন পরিচালনা এবং এতদ-সংশ্লিষ্ট আকস্মিক ও অপরাপর বিষয়াদির প্রয়োজন হওয়ায় ঃ

এখন তাই ১৯৭৫ সালের ২০শে আগষ্ট ও ১৯৭৫ সালের ৮ই নবেম্বরের ঘোষণা অনুযায়ী এবং এক্ষেত্রে তাঁকে প্রদত্ত সকল ক্ষমতাবলে প্রেসিডেন্ট নিম্নলিখিত অডিন্যান্স জারি করেন ঃ

অধ্যায় ১ ঃ সূচনা

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম—এ অডিন্যান্স প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অডিন্যান্স, ১৯৭৮ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা—বিষয়বস্তু বা কনটেক্সটে কোন কিছু পরিপন্থী না হওয়া অবধি এই অডিন্যান্সে

(ক) 'এ্যাসিষ্ট্যান্ট বিটারনিং অফিসার' অর্থ ৪ ধারার অধীনে নিযুক্ত একজন এ্যাসিষ্ট্যান্ট বিটারনিং অফিসার ;

(খ) 'ব্যালট পেপার একাউন্ট' অর্থ ৩২ (১০) ধারার অধীনে তৈরী একটি ব্যালট পেপার একাউন্ট ;

(গ) 'প্রার্থী' অর্থ প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনের জন্য প্রার্থী হিসাবে প্রস্তাবিত ব্যক্তি ;

(ঘ) 'কমিশন' অর্থ সংবিধানের অর্থের আওতায় নির্বাচন কমিশন ;

(ঙ) 'প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী' অর্থ যে প্রার্থী বৈধভাবে মনোনীত হইয়াছেন ও তার প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করেন নাই ;

(চ) 'নির্বাচন' অর্থ এই অডিন্যান্সের অধীনে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট পদের নির্বাচন ;

(ছ) 'ইলেকশন এজেন্ট' অর্থ ১৪ ধারার অধীনে প্রার্থী কর্তৃক নিযুক্ত একজন এজেন্ট এবং যেখানে এ ধরনের নিয়োগ থাকিবে না, সেখানে প্রার্থী স্বয়ং তাঁর ইলেকশন এজেন্ট থাকিবেন।

(জ) 'ইলেকশন পিটিশন' অর্থ ৩৭ ধারার অধীনে পেশকৃত ইলেকশন পিটিশন ;

(ঝ) 'ভোটার' অর্থ ভোটার তালিকায় তালিকাভুক্ত ব্যক্তি ;

(ঞ) 'ভোটার তালিকা' অর্থ ১৯৭৬ সালের (১৯৭৬ সালের ১৫) ভোটারতালিকার অডিন্যান্সের অধীনে তৈরী ভোটার তালিকা ;

(ট) 'ইলেকটরস লিষ্ট' অর্থ ১৯ ধারায় উল্লিখিত ইলেকটরদের তালিকা ;

(ঠ) 'মনোনয়ন দিন' অর্থ ৩ ধারার অধীনে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিতে নির্দিষ্ট দিনটি ;

(ড) 'পোলিং এজেন্ট' অর্থ ১৫ ধারার অধীনে নিযুক্ত পোলিং এজেন্ট ;

(ঢ) 'পোলিং অফিসার' অর্থ ১৮ ধারার অধীনে নিযুক্ত পোলিং অফিসার ;

(ণ) 'নিরূপিত' অর্থ নিয়ম অনুযায়ী নিরূপিত ;

(ত) 'প্রিসাইডিং অফিসার' অর্থ ১৮ ধারার অধীনে নিযুক্ত প্রিসাইডিং অফিসার এবং প্রিসাইডিং অফিসারের কার্যাদি সম্পন্নকারী ও ক্ষমতা প্রয়োগকারী এ্যাসিস্ট্যান্ট প্রিসাইডিং অফিসারও ইহার অন্তর্ভুক্ত থাকিবে ;

(থ) 'সফল প্রার্থী' অর্থ যে প্রার্থীকে ৯ ধারা বা ৩৫ ধারার অধীনে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে ;

(দ) 'রিটার্নিং অফিসার' অর্থ যিনি ৪ ধারার অধীনে রিটার্নিং অফিসার নিযুক্ত হইয়াছেন ;

(ধ) 'রুলস' অর্থ এই অডিন্যান্সের অধীনে প্রণীত বিধি ;

(ন) 'ট্রাইব্যুনাল' অর্থ ৪০ ধারার অধীনে গঠিত নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ নির্বাচন পরিচালনা

৩। মনোনয়নপত্র ইত্যাদি আহ্বানের নোটিফিকেশন—কমিশন নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতি একজন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আহ্বান জানাইয়া সরকারী গেজেটে একটি নোটিফিকেশন ইস্যু করিবেন এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নোটিফিকেশনে নির্দিষ্ট করিবেন—

(ক) একটি দিন, যেদিন যে সময়ে ও যে স্থানে রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিল করা যাইবে—

(খ) একটি দিন মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের জন্য ;

(গ) একটি দিন, যেদিন বা তৎপূর্বে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করা যাইবে এবং

(ঘ) একটি দিন, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের তারিখের অন্ততঃ ১৫ দিন পরে, ভোট গ্রহণের জন্য।

৪। রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ—

(১) কমিশন নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে একজন রিটার্নিং অফিসার এবং এলাকা নির্দিষ্ট করিয়া এক-একজনকে দায়িত্ব দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করিবেন।

(২) কমিশন প্রদান করিতে পারে এরূপ নির্দেশ সাপেক্ষে একজন সহকারী রিটার্নিং অফিসার এই অডিন্যান্সের অধীনে তাঁহার কাজে সাহায্যের জন্য তাঁহার এলাকায় কোন অফিসার নিয়োগ করিবেন।

৫। মনোনয়ন—(১) কোন ভোটার প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য যে-কোন ব্যক্তির নাম প্রস্তাব বা সমর্থন করিতে পারিবেন।

(২) কোন ব্যক্তি প্রেসিডেন্ট হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য হইবেন না, যদি—

(ক) তাঁহার বয়স ৩৫ বছরের কম হয়, অথবা

(খ) সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য না হন, অথবা

(গ) সংবিধান অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট পদ হইতে অপসারিত হইয়াছেন।

(৩) নির্ধারিত ফরমে প্রস্তাবক ও সমর্থকের স্বাক্ষরসম্বলিত পৃথক পৃথক মনোনয়নপত্রে প্রতিটি প্রস্তাব পেশ করিতে হইবে। এই ধরনের ফরমে প্রার্থী স্বাক্ষরিত এই ঘোষণা থাকিতে হইবে যে, তিনি মনোনয়নে সম্মতি দিয়াছেন এবং প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হওয়ার ব্যাপারে কোন রকম অযোগ্যতা তাঁহার নাই। ঐ ঘোষণায় ভোটার তালিকায় ভোটার হিসাবে প্রার্থীর নম্বর স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৪) প্রতিটি মনোনয়নপত্র মনোনয়নের তারিখে বা তার আগে প্রার্থী, তাঁর প্রস্তাবক বা সমর্থক কিংবা প্রার্থী লিখিতভাবে অনুমোদন করিয়াছেন এমন কোন এজেন্টকে রিটার্নিং অফিসারের কাছে দাখিল করিতে হইবে। রিটার্নিং অফিসার লিখিতভাবে সময় ও তারিখ উল্লেখ করিয়া মনোনয়নপত্রের প্রাপ্তিস্বীকার করিবেন।

(৫) কোন ব্যক্তি একাধিক মনোনয়নপত্রে মনোনয়ন পাইতে পারেন।

তবে কথা এই যে, কোন ভোটার একাধিক মনোনয়ন-

ভিত্তিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

পত্রের প্রস্তাবক বা সমর্থক হইতে পারিবেন না। কোন ভোটার যদি একাধিক মনোনয়ন পত্রে প্রস্তাবক বা সমর্থক হন তবে এসব মনোনয়নপত্রের মধ্যে রিটার্নিং অফিসার প্রথম যেটি পাইবেন সেটি ছাড়া বাকীগুলি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) মনোনয়নপত্র যিনি দাখিল করিবেন রিটার্নিং অফিসার মনোনয়নপত্রে তাঁর নাম এবং সেটা প্রাপ্তির তারিখ ও সময় উল্লেখ করিয়া তাহা সত্যায়িত করিবেন।

(৭) রিটার্নিং অফিসার তাঁর প্রাপ্ত প্রতিটি মনোনয়নপত্রের একটি বিজ্ঞপ্তি তাঁর অফিসে সহজে দর্শনযোগ্য এমন কোন স্থানে লাগাইয়া রাখিবেন। এই বিজ্ঞপ্তিতে প্রার্থীর এবং মনোনয়নপত্রে উল্লিখিত তাঁর প্রস্তাবক ও সমর্থকের নাম-ধাম উল্লেখ করিতে হইবে।

(৮) দাখিল ঃ (১) দুই নম্বর উপবিধি সাপেক্ষে ক) প্রার্থী বা তাঁর পক্ষে কোন ব্যক্তি মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় রিটার্নিং অফিসারের কাছে নগদ পাঁচ হাজার টাকা জমা না দিলে কিংবা (খ) প্রার্থী বা তাঁর পক্ষে কোন ব্যক্তি বাংলাদেশ ব্যাংকের যে কোন শাখায় কিংবা সরকারী ট্রেজারীতে নির্বাচন কমিশনের অনুকূলে উল্লিখিত অর্থ জমা দিয়াছেন এমন রসিদ মনোনয়নপত্রের সঙ্গে না থাকিলে কোন মনোনয়নপত্র গ্রহণ করা হইবে না।

(১) কোন একটি মনোনয়নপত্র প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে এই কারণে অপর কোন বৈধ মনোনয়নপত্রে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল হইবে না।

(২) মনোনয়নপত্রে যদি এমন কোন ত্রুটি থাকে যা উল্লেখযোগ্য ধরনের নয় তবে সেই কারণে রিটার্নিং অফিসার ঐ মনোনয়নপত্র বাতিল করিতে পারিবেন না এবং এই ধরনের ত্রুটিবিচ্যুতি তিনি তাৎক্ষণিক সংশোধনের সুযোগ দিতে পারেন।

(৩) রিটার্নিং অফিসার কোন ব্যক্তির ভোটার তালিকাভুক্তির সঠিকতা বা বৈধতা যাচাই করিতে পারিবেন না।

(৪) রিটার্নিং অফিসার মনোনয়নপত্র গ্রহণ করিলেন না প্রত্যাখ্যান করিলেন সেই সিদ্ধান্ত তিনি প্রতিটি মনোনয়নপত্রে উল্লেখ করিয়া স্বাক্ষর দিবেন। মনোনয়নপত্র প্রত্যাখ্যান করা হইলে তার কারণ সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৫) রিটার্নিং অফিসার কোন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র প্রত্যাখ্যান করিলে তিন দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশনের কাছে আপীল করা যাইবে। এই আপীলের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশনের প্রদত্ত রায় চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৮। প্রত্যাহার ঃ (১) বৈধভাবে মনোনীত কোন প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের তারিখে বা তার আগে নিজে বা তার অনুমোদিত কোন এজেন্টের মারফত রিটার্নিং অফিসারের কাছে তাঁর স্বাক্ষরিত লিখিত নোটিশ দিয়া প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

(২) ১ নং উপবিধির অধীনে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের নোটিস কোন অবস্থাতেই বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে না।

৯। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন ঃ ৭ নং ধারার অধীনে মনোনয়নপত্র বাছাই কিংবা ৮নং ধারার অধীনে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের পর যদি কেবল একজনই বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থী থাকেন তবে রিটার্নিং অফিসার প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি মারফত সেই প্রার্থীকে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা এবং কমিশনের কাছে নির্বাচনের ফলাফলের রিটার্ণ পাঠাইতে পারিবেন। তবে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর কোন প্রার্থী যদি তার মনোনয়নপত্র বাতিলের বিরুদ্ধে ৭ (৫) ধারার অধীনে আপীল করার অভিপ্রায় জানান তবে এ ধরনের কোন আপীল করা হয় নাই অথচ আপীলের সময়সীমাও উত্তীর্ণ হয় নাই সেই সময় পর্যন্ত কিংবা আপীল করা হইয়া থাকিলে সেই আপীলের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তিকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করা যাইবে না।

(২) নির্বাচন কমিশন সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রার্থীর নাম প্রকাশ করিবেন এবং প্রেসিডেন্টের সেক্রেটারীয়েটকে ঐ প্রার্থীর নাম জানাইয়া দিবেন।

১০। প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে নির্বাচন ঃ (১) প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের পর ৮ নং ধারার অধীনে যদি একাধিক প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য দাঁড়ান তবে রিটার্নিং অফিসার—(ক) কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে এবং প্রার্থীদের ইচ্ছার প্রতি যতদূর সম্ভব দৃষ্টি রাখিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রত্যেক প্রার্থীর জন্য অনুমোদিত একটি প্রতীক বরাদ্দ করিবেন।

(২) প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের নামে বরাদ্দকৃত প্রতীকগুলি

(৭ম পৃঃ দ্রঃ)

ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

(২য় পৃঃ পর)

প্রার্থীদের নামের আদ্যাক্ষর অনুসারে সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিবেন এবং

(গ) নির্বাচনের প্রকাশ্য নোটিস দিবেন।

(২) প্রিজাইডিং অফিসারকে প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রত্যেক প্রার্থীর নাম ও প্রতীক বড় করিয়া প্রদর্শন করিতে হইবে।

১১। প্রার্থীতালিকা ইত্যাদি প্রকাশ ঃ ১০ নং ধারার অধীনে প্রতীক বরাদ্দের পর রিটার্নিং অফিসার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দিয়া প্রত্যেক প্রার্থীর জন্য বরাদ্দ-প্রতীকের উল্লেখ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করিবেন।

১২। প্রার্থীর মৃত্যু ঃ (১) বৈধভাবে প্রার্থীপদে মনোনীত হইয়াছেন এবং প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করেন নাই এমন কোন ব্যক্তি যদি নির্বাচন শেষ হওয়ার আগে মারা যান তবে রিটার্নিং অফিসার প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি দিয়া নির্বাচন সংক্রান্ত কাজকর্ম বন্ধ রাখিবেন এবং কমিশনের কাছে রিপোর্ট দিবেন।

(২) ১ নং উপ-ধারার অধীনে নির্বাচন সংক্রান্ত কোন কাজকর্ম যদি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় তবে নূতন নির্বাচনের জন্য এই অডিন্যান্সের বিধান অনুসারে নূতন করিয়া কাজকর্ম শুরু হইবে।

১৩। স্থগিতকরণ ইত্যাদি ঃ কতিপয় পরিস্থিতিতে রিটার্নিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণের অসাধ্য কোন কারণে প্রার্থীপদ মনোনয়ন, বাছাই বা প্রত্যাহার সংক্রান্ত কাজকর্ম যদি নির্ধারিত তারিখে অনুষ্ঠিত না হয় তবে রিটার্নিং অফিসার এই ধরনের কাজকর্ম স্থগিত বা মুলতবী রাখিতে পারিবেন এবং প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি দিয়া স্থগিত বা মুলতবী হওয়া কাজকর্মের জন্য আরেকটি দিন ধার্য করিবেন এবং প্রয়োজন হইলে কমিশনের অনুমোদন লইয়া পরবর্তী যে কোন কাজের তারিখ নির্ধারণ করিবেন।

১৪। নির্বাচনী এজেন্ট ঃ (১) প্রত্যেক প্রার্থী পোলমেন্টের নির্বাচনে নির্বাচনী এজেন্ট হওয়ার যোগ্য এমন কোন ব্যক্তিকে তাঁহার নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবেন। এরকম কোন নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগ করা না হইলে তিনি নিজেই তাঁহার নির্বাচনী এজেন্ট বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) ১ নং উপধারার অধীনে যে কোন নির্বাচনী এজেন্টের নিয়োগকে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী যেকোন [illegible] ([illegible]) [illegible]

লিখিত বিজ্ঞপ্তি রিটার্নিং অফিসারের কাছে পাঠাইতে হইবে।

(৪) ৩নং উপধারার অধীনে প্রেরিত বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত ঠিকানায় সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এজেন্টের কার্যালয় থাকিবে। এই ঠিকানায় সবরকম বিজ্ঞপ্তি বা নথিপত্র পাঠানো হইতে পারে এবং নির্বাচনী এজেন্টের নামে তাঁহার কার্যালয়ে যে-কোন বিজ্ঞপ্তি বা দলিল পাঠানো হইয়া থাকিলে তাহা ঐ নির্বাচনী এজেন্টের নামে পাঠানো হইয়াছে বা তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে।

১৫। পোলিং এজেন্ট ঃ (১) প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী কিংবা তাঁহার নির্বাচনী এজেন্ট ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার আগে একটি ভোটকেন্দ্রের প্রতিটি পোলিং বুথের জন্য একজন করিয়া পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবেন এবং তাঁহাকে এসম্পর্কে প্রিজাইডিং অফিসারের কাছে লিখিত বিজ্ঞপ্তি দিতে হইবে।

(২) ১ নং উপধারার অধীনে পোলিং এজেন্টের নিয়োগ সংশ্লিষ্ট প্রার্থী কিংবা তাঁহার নির্বাচনী এজেন্ট যে-কোন সময় বাতিল করিতে পারিবেন। এই নিয়োগ বাতিল করা হইলে কিংবা পোলিং এজেন্ট মারা গেলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী অথবা তাঁহার নির্বাচনী এজেন্ট অপর ব্যক্তিকে পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবেন এবং ১ নং উপবিধির বিধান অনুযায়ী এতদ্‌সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি দিতে হইবে।

(অসমাপ্ত)